অমলেন্দু চক্রবর্তী - জীবন ও সাহিত্য: একটি নিরীক্ষণ

তরুণ কান্তি মন্ডল[৩১]

'লিখি, কেননা, আমর বলার কথাগুলো জানেনা অন্য কেউ ..... ভারমুক্ত হতে চাই আত্মোন্মচনে' নিভৃত কথাসাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তীর এ হেন উপলব্ধি পাঠকের মনোরঞ্জন নয়, সত্যি কথা বলার দায়। বিগত ছয় দশক জু-ড় বিভিন্ন সম-য় প্রকাশিত অসংখ্য -ছাটগল্প ও -বশ কিছু উপন্যা-সর পান্ডুলিপি অথবা অফ্প্রিন্ট সংরক্ষণে যতটা যত্নশীল ছিলেন লেখক, প্রায় একই ব্যাপ্তিকালে পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর প্রায় সমধিক প্রবন্ধ, রিপোর্টাজ, সাহিত্য সমালোচনা ও অন্যান্য গদরচনাগুলির সংরক্ষণে ততটা মন-যাগী ছি-লন না। অথচ স্বনা-ম বা ছদ্মনা-ম্ এই ধর-নর -লখা-লখির সূচনা -সই পাঁ-চর দশ-কর মাঝামাঝি সময় থেকেই। অমলেন্দু চক্রবর্তীর সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে এখনও পর্যন্ত তেমন গবেষণা হয়নি। নিজের দেশ ও কালের বৃত্তকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য ভাবনার ফ্রেমবন্দি রাখার ক্ষেত্রে গল্প উপন্যাসের পাশাপাশি তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনাগুলির মূল্য বা প্রাসঙ্গিকতাও এই প্রজন্মের গ-বষক- পাঠ-কর কা-ছ বিন্দুমাত্র কম নয় ।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৩৪ এর ৭ ডিসেম্বর। শৈশব অতিবাহিত পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বাঘই গ্রামে । চল্লি-শর দশ-কর মাঝামাঝি প্রায় -দড়- দুই বছর দীর্ঘ সময় কালাজ্বর- জন্ডিস আরও সব জটিল ব্যাধি-ত না-জহাল হ-য় যখন নিরাময় অনিশ্চিত হ-য় উ-ঠছিল, ঢাকা মিড-ফার্ড হাসপাতা-লর তৎকালীন সা-হব সার্জ-নর পরাম-র্শ তা-ক পাঠা-না হল কলকাতায় । ১৯৪৫ সা-ল হাতিবাগান এলাকার চার নম্বর প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু রোডের জরাজীর্ণ প্রাচীন বাড়ির একতলায় । লেখকের প্রায় ছত্রিশ বছর কেটেছে এই ঠিকানায় । প্রথ-ম -সন্ট্রাল ক্যালকাটা ক-ল-জর স্নাতক ও প-র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -থ-ক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ । লেখকের ঘরে স্থানাভাব কিন্তু আড্ডা -দওয়ার জন্য, নান পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য পাড়ায় অনেকগুলো চায়ের দোকান । জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষকতার কাজ নিয়ে লেখককে ছাড়তে হল কলকাতা । হুগলী জেলার গুড়াপে শিক্ষকতার পেশায় কাটল বিশ শত-কর ছয়ের দশক। গ্রামে বাস, গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা । এই দশ বছর লেখালেখি হয়েছে কম, তবে পরে গ্রাম নিয়ে লেখা একাধিক উপন্যাসে সেইসব উপকরণ কাজে লেগেছে । গুড়াপ ছেড়ে কলকাতার খিদিরপুর একাডেমিতে শেক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হন । এখান থেকেই শিক্ষকতার পেশা থেকে অবসর নেন। ১৫ জুন, ২০০৯ এ আকস্মিক প্রয়া-ন তাঁর নিভৃত অথচ দায়বদ্ধ সাহিত্য জীব-নর অবসান ঘ-ট ।

ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সঙ্গে পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল । ১৯৪৬ সালে 'রসিদ আলি দিবস' পালনের স্মৃতি, সেই সঙ্গে অনতিপরে প্রাক্স্বাধীনতা বর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশবিভাগে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ, শিয়ালদা -স্টশনে মানুষের দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী । লেখকের সৃষ্টিজগতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রাভব ফেলেছিল তেভাগা আন্দোলন থেকে কাকদ্বীপে কৃষক অভ্যুত্থান, রেলধর্মঘট, তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র বিপ্লব, ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধিতে বিক্ষোভ, খাদ্য আন্দোলন- ভুখা মিছিল- পুলিশের গুলিতে নিহত মানুষজন, চিন-ভারত যুদ্ধ-ক -কন্দ্রক-র ভারতীয় কমিয়নিষ্ট পার্টির বিভাজন, নকশালবাড়ি আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর লেখালেখি শুরু হয়েছে নিতান্ত বালক বয়স থেকে । ১৯৪৭-৪৮ সা-ল খ-গন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত 'কিশোর' নামে দৈনিকপত্রে লেখকের প্রথম লেখা ছাপা হয় । সেই তেরো - চোদ্দো বছর বয়স থেকে মুখ্যত গল্প লেখা চলেছে । মামা 'পূর্বাশা' র সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সম্পাদকীয়

---

[31] সহকারী অধ্যাপক, বাংলাবিভাগ, কুলটি **কলেজ**, চলভাষ- ৯৭৩২৯১৮৭৯৭

কাজের সহযোগি অগ্রজ অনিল চক্রবর্তী । সেদিক থেকে বাড়িতে সাহিত্যিকদের আনাগোনা, সাহিত্যের প্রতি একধর-ণর ভা-লাবাসা গ-ড় ওঠা । ১৯৫৬ সা-ল তখন ক-ল-জ প-ড়ন, অনিল কুমার সিং-হর 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় অজস্র ধারায় লিখতে থাকেন । সেই অল্প বয়সে অর্থসমস্যা, গৃহসমস্যা পীড়িত রাজনীতির তদানীন্দন উথালপাতাল দিনগুলিতে মহৎ কিছু সৃষ্টি হয়তো সম্ভব ছিলনা, লেখকের ভাষায় তখন ছিল 'সব মিলিয়ে লেখাজোকার হাত মশকরা' । 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার একটি বিভাগের নাম ছিল 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' । এই বিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, 'অজাতশত্রু' নাম নিয়ে অমলেন্দু চক্রবর্তী । প্রত্যেক সংখ্যায় 'অজাতশত্রু' ছদ্মনামে তিনি লিখেছেন সাহিত্য বিষয়ে একটি করে প্রবন্ধ 'বাঙলা সাহিত্যে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যা-সর ঐতিহ্য' (বৈশাখ, ১৩৬৩), 'ইউ-রাপীয় প্র-চষ্টায় বাঙলা ভাষায় প্রথম বই বা পর্তূগীজ আম-ল বাঙলা সাহিত্য' (জৈষ্ঠ, ১৩৬৩), 'বাঙলা গদ্য সাহি-ত্যর আদিযু-গর ইং-রজ' (আষাঢ, ১৩৬৩), 'বিগত শতাব্দীর বাঙলা সাময়িক পত্র' (শ্রাবণ, ১৩৬৩), 'বাঙলা ব্যকরণের জন্মকাহিনী' (ভাদ্র, ১৩৬৩), সংবাদ প্রভাকর প্রসঙ্গ (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩), 'বিগত শতাব্দীর মহিলা সাংবাদিক' (ম্াঘ, ১৩৬৩), প্রবন্ধগুলি যে খুব মূল্যবান বা গ-বষণামূলক তা নয় । -লখক সাহি-ত্যর ইতিহাস বই -থ-ক তথ্যসংগ্রহ ক-র-ছন কিন্তু -সই তরুন বয়-স -লখা প্রব-ন্ধই -দখা -গ-ছ একধর-নর অনুসন্ধিৎসা ও সাহিত্য-বাধ ।

১৯৬২ সালি 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম উপন্যাস 'বিপন্ন সময়' প্রকাশিত হয়। লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস '-গাষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন' ধারাবাহিকভা-ব প্রকাশিত হয় 'বা-রামাস', ন-ভম্বর ১৯৭৯ র সংখ্যায় -থ-ক জুলাই - আগষ্ট, ১৯৮০ র সংখ্যা পর্যন্ত। প-র ১৯৮১ সা-ল উপন্যাসটি গ্রন্থাগা-র প্রকাশিত হয় । -লখ-কর জনপ্রিয় উপন্যাস 'আকালেন সন্ধানে' (১৯৮২) আসলে স্বদেশ সন্ধানে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী -লখ-কর গভীর সত্যভাষন। -লখক নি-জই জানি-য়-ছন ১৯৭৮ এর -স-প্টম্ব-রর প্রবল বর্ষণ শুধু কলকাতাকে নয়, গ্রাম বাংলাকে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে তা থেকেই জন্ম নেয় চাষির গলায় -সই মর্মন্তুদ উচ্চারন- 'আকাল খুঁজ-ত এ-য়-চন গ বাবু। অকাল এখ-ন নাই ! স-ব্বা- অঙ্গে আকাল আমা-দর-' । উপন্যা-সর প্রত্যক্ষ পটভূমি ১৯৮০ র গ্রাম, ভাবনায় জমি ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ, অম-লন্দু চক্রবর্তী সময়কে বিশ্লেষন করেছেন সবিস্তারে, তিনি দেখেছেন স্বাধীনতার পর এক ধরনের সার্বিক নাগরিক মধ্যবিত্ত তৈরি হয়ে উঠল, মেট্রোপলিশ বৃত্তেই যাঁদের আজন্ম বড় হ-য় ওঠা, -কা-না সামাজিক বন্ধন -নই ।-- 'আত্মপ্রসাদতুষ্ট নাগরিক মধ্যবিত্ত জানেন না, হয়তো মানেনও না - নি-জ-দর বিচ্ছিন্নতা তাঁ-দর স্বভাবেরই গভীরে।' সাতের দশকের বাঙালী শহরে মধ্যবিত্তের সেই স্তরবিন্যাস থেকে উঠে এল 'যাবজ্জীবন'। ১৯৮২ তে শারদীয় 'বারোমাস' পত্রিকায় উপন্যাসটি সংক্ষিপ্তকা-র প্রকাশিত হয় । প-র ১৯৮৪ -ত '-দজপাবলিশিং' -ত পরিবর্ধিত হ-য় উপন্যাসটি গ্রন্থাকা-র প্রকাশিত হয়। নি-জর -চনাজানার সঙ্গে বিশেষ দেশকালের পটে স্বদেশ স্বজনকে চেনাজানা, আর সেই চেনাজানার স্বরুপকে উপন্যাসে গল্প ধ-র -দওয়াই -লখ-কর লক্ষ্য । দ্বিতীয় মহাযু-দ্ধর আ-গ জন্ম -নওয়া -লখক -দ-খছি-লন মানু-ষর দুঃখ - দুর্দশা - হিংসা - -লাভ - অসহায় মানু-ষর অনির্দিষ্ট শূন্যতায় আত্মসমর্পন। তবু তাঁর ম-ধ্য ছি-লন বিদ্যাসাগর - রবীন্দ্রনাথ - গান্ধী - মার্কস - -ললিন - মাও। 'রাধিকাসুন্দরী' (১ম খন্ড) প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ এ, 'রাধিকাসুন্দরী' (দ্বিতীয় খন্ড) প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সা-ল। এছাড়া -লখ-কর তিনটি স্বল্প দৈ-র্ঘ্যর উপন্যাস র-য়-ছ - 'দুর থেকে দেখা' (১৯৮০), 'চাঁদ মনসার জোট' (১৯৮৮), গুহাচিত্র (১৯৯৬)। একটি অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ উপন্যাস র-য়-ছ 'নিরক্ষ-রর বর্ণমালা' ।

'সাহিত্যপত্র'তে দুটি পর্বে (গ্রীষ্ম সংকলন, ১৩৮০ ও শরৎ সংকলন ১৩৮০) ধারাবাহিকভাবে আংশিক উপন্যাস প্রকাশিত এবং অবশিষ্ট অংশ এতাবৎ অপ্রকাশিত ।

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত 'সাহানায়' (১৯৫৩) গল্পকার হিসাবে অমলেন্দু চক্রবর্তীর প্রথম পদচারনা । 'সাহানা' গল্পগ্র-ন্থ সাতটি গল্প স্থান -প-য়ছিল - মোহনায়, কাককোকিল, ভেজারোদ্দুর, সাহানা, শ্মশানশর্বরী, কাস্কিবউ, অবসিতা । অমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর স্বকীয় ও পরিনত লেখকব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হন

ষাটের দশকে। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে 'নতুন সাহিত্য', 'সাহিত্যপত্র', 'পরিচয়', 'অনুক্ত', 'আন্তর্জাতিক', বা 'সপ্তাহ'র মতো পত্রিকা থেকে শুরু করে 'বা-রামাস' 'অনুষ্টুপ', 'এবং মুশা-য়রা' অথবা 'পরিকথা' ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর শতাধিক ছোট বা বড় গল্প নিয়মিত ব্যবধানেই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৯ এর মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত ছোট গল্পগুলি হল - অন্ধতামিস্রা, সাদাদ্বীপ, পারাবত নীড়, স্বপ্নরিক্তা, মেহেদী, সোহিনী, তামসীকন্যা, অন্ধমুনির শিশু, অমানুষ, অব-রাধ, -গালাম, ছটি বরগাত একটি কড়িকাঠ, স্নাতক, তিন পুরুষ, দ্বিতীয় জন্ম । ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ এর মধ্যে প্রকাশিত ছোট গল্পগুলি হল - -কান এক -লখ-কর বন্ধু-ক, স্বরচিত পৃথিবী, -ঝা-ড়া হাওয়া, অবসন্ন, ক-য়কটি সংলাপ, আত্মার আর্তনাদ, বিপন্ন সময়, দুঃস্ব-প্নর পর, পরান ঘোষের দুঃখ, অধিরথ সূতপুত্র, অদ্ভুত আঁধারে, জামিনে খালাস, আর্ত জিজ্ঞাসা, বদ্ধ জলাভূমি, একটি লৌকিক গল্প, বিবেকের সঙ্গে সংলাপ, সেই দিন রবিবার ইত্যাদি । ১৯৭০ থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি হল কিংবদন্তী, ইন্দ্রপতন, পুত্রেষ্টিযজ্ঞে, নিবারণের সুখদুঃখ ইত্যাদি। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯ এর মধ্যে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি হল নতুন বোধোদয়, একটি পৌরানিক গল্প, গ্রহান্ত-র একদিন যদি রবীন্দ্রনাথ ফোটে ইত্যাদি । ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ এর মধ্যে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি হল কালরাত্তির, কাঠের পায়ে রক্তমাংস, মজিদমাষ্টারের শব ইত্যাদি। ২০০০ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি হল - একটি জাত-কর গল্প, অনধিকা-র ভূমিস্বত্ব, মানুষ -চনার প্রথম পাঠ ইত্যাদি ।

দীর্ঘ প্রায় ষাট বছর ধ-র -লখক গল্প উপন্যাস ব্যতীত প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য রচনা ক-রছি-লন তা গ্রন্থাগারে 'গদ্যসংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। বিষয়বস্তু ও চরিত্র কাঠামো অনুযায়ী সংগৃহীত রচনাগুলিকে মোট নয়টি পর্বে ছড়িয়ে সংকলনটির বিন্যাস ঘটানো হয়েছে - আত্মপ্রসঙ্গে, কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে, সাহিত্যভাবনায়, নাটক ও নাট্যসাহিত্য প্রসঙ্গে, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গে, বিবিধ রিপোর্টাজ ও অন্যান্য অজাতশত্রুর সাহিত্যপ্রসঙ্গ বিভাগ ঋষ্যশৃঙ্গর কলমে, মাষ্টারমশাই ছদ্মনামে । লেখকের আত্মসমীক্ষার নিদর্শন হল 'গদ্যসংগ্রহ' ।

বাংলাসাহিত্যে অমলেন্দু চক্রবর্তীর স্থান ও গুরুত্ব অপরিসীম । শহর এবং গ্রাম এই দুই ভুব-নর ম-ধ্য যাওয়া আসার অপ্রশস্ত পথ - এই ত্রিপাদভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছিল অমলেন্দু চক্রবর্তীর মানসপৃথিবী । সাহিত্য জীবনের স্বীকৃতি হিসাবে ছোটগল্প 'অবিরত চেনামুখ' অবলম্বনে 'একদিন প্রতিদিন' চলচ্চিত্রের সৌজন্যে পেয়েছেন 'বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েসন' এর পুরস্কার (১৯৮০)। 'যাবজ্জীবন' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস পুরস্কার (১৯৮৬) ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত 'বঙ্কিম পুরস্কার' (১৯৮৭) ।

অমলেন্দু চক্রবর্তী সর্বঅর্থে সমাজ বিলগ্ন কথা সাহিত্যিক । মানুষ তৈরি করে সমাজ । আবার সমাজ তৈরি ক-র মানুষ এই পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ, পারস্পরিক সংঘ্যা-ত তিনি তু-ল ধ-রন নিজস্ব ভঙ্গিতে, উপলব্ধি সততায়, বাচনের কারুকার্যে। তাঁর সুশিক্ষিত মনন ব্যাক্ত পঠন, বিদগ্ধ চিন্তন এবং সুসাহি-ত্যর রুচি তাঁ-ক দি-য় এমন কথা সাহিত্য লিখি-য় -নন যা চিরকালী বিশিষ্ট ও নির্বাচিত পাঠক -গাষ্ঠীর কা-ছ সমাদৃত হ-য় থা-ক ।

গ্রন্থঋণ-

১) চক্রবর্তী, অম-লন্দু ঃ -গাষ্ঠবিহারীর জীবনযাপন, -দ'জ পাবলিশিং, ১৯৯১
২) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ আকালের সন্ধানে, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮২
৩) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ যাবজ্জীবন, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৪
৪) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ রাধিকাসুন্দরী (১ম খন্ড), দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৬
৫) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ রাধিকাসুন্দরী (২য় খন্ড), -দ'জ পাবলিশিং, ১৯৯৭
৬) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ গল্পসমগ্র ১, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১
৭) চক্রবর্তী, অমলেন্দু ঃ গদ্যসংগ্রহ, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩
৮) রায় অ-লাক ঃ বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পুস্তক বিপণি, ২০০০

সহায়কপত্র-পত্রিকা -

১) -ভৌমিক তাপস, ব-ন্দ্যাপাধ্যায় -সৌরভ, রায়বর্মন পার্থ ঃ কোরক সাহিত্যপত্র, ১৪০০।
২) সামন্ত সুবল (সম্পা) ঃ এবং মুশা-য়রা (উপন্যাস বিষয়ক বি-শষ সংখ্যা) -পৌষ ১৪০৩।
৩) সামন্ত সুবল (সম্পা) ঃ এবং মুশা-য়রা, শারদীয়, ১৪০৩।